তারিখ ... 14 SEP 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
আমাদের সময়

গোমস্তাপুরে শিক্ষাকর্তা ও অফিস সহকারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

ইয়াহিয়া খান রুবেল, গোমস্তাপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ●
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)
ফেরদৌসী বেগম ও অফিস সহকারী ফরিদ হোসেনের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির
অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার ৫৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান উপজেলা
নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের
কাছে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে। গত ৩১ আগস্ট ৫৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
প্রধানের স্বাক্ষর সংবলিত একটি অভিযোগপত্রের অনুলিপি স্থানীয় সাংবাদিকদের
কাছে সরবরাহ করা হয়।

অভিযোগপত্রে ওই শিক্ষা কর্মকর্তা ও অফিস সহকারীর বিরুদ্ধে ৯টি অভিযোগ
আনা হয়। এর মধ্যে রয়েছে অফিসে অনুপস্থিতি, বিভাগীয় কাজে দায়িত্ব পালনে
অবহেলা, অফিস সহকারী ফরিদ হোসেনকে ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে ব্যবহার,
শিক্ষকদের অফিসিয়াল কাজে অসহযোগিতা, উপবৃত্তি বিতরণে অনিয়ম, ভবন
নির্মাণে দীর্ঘসূত্রতা, বিদ্যালয়ে নতুন বই পরিবহন ও টিউশন ফির অর্থ আত্মসাৎ,
অফিসের অন্য সহকর্মীদের দায়িত্ব পালনে অসহযোগিতা, শিক্ষকদের সঙ্গে
দুর্ব্যবহার, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচি যথাযথভাবে পালন না করাসহ নানা
অভিযোগ। এছাড়াও বই বিতরণে ওই অফিস সহকারীর মাধ্যমে উৎকোচ আদায়
করেছেন বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে
সরকার প্রতিটি উপজেলায় একজন একাডেমিক সুপারভাইজার নিয়োগ দিয়েছেন।
এ উপজেলায় সাজেদুল করিম সিদ্দিকী কর্মস্থলে যোগদান করে শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তিনি কর্মকর্তার পছন্দের লোক
না হওয়ায় তাকে অসহযোগিতা করে বদলির ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও সহশিক্ষা
কার্যক্রমের আওতায় সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সৃজনশীল
মেধা অন্বেষণ ও ৪৫তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন না বা
এ ধরনের কার্যক্রমকে তিনি নিরুৎসাহিত করেন বলে ওই অভিযোগপত্রে উল্লেখ
করা হয়। অভিযোগপত্রের কপি হাতে পেয়ে সরেজমিনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
পরিদর্শন করে দেখা যায়, উক্ত অভিযোগগুলোর পাশাপাশি আরও নতুন
অভিযোগ পেশ করেন ভুক্তভোগী শিক্ষক-কর্মচারীরা। এ উপজেলার শিক্ষার
ন্যূনতম মান ক্ষুণ্ন করেছে বলে দাবি করেছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা। এদিকে শিক্ষকরা
ওই শিক্ষা কর্মকর্তা ও অফিস সহকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো তদন্ত
পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দৃষ্টি
আকর্ষণ করেছে। গোমস্তাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেএম আলমগীর কবির
এ বিষয়ে জানান, শিক্ষকদের অভিযোগগুলো আমরা খতিয়ে দেখছি।
অভিযোগগুলোর সত্যতা পাওয়া গেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফেরদৌসী বেগম (চলতি দায়িত্ব) এর
সাথে যোগাযোগ করা হলে এ বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।